মেহেরপুরে আরও ২৩ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ২৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ১৪ জন এবং গাংনীতে ৯ জন।

মঙ্গলবার জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ৬৫ টি। তারমধ্যে ২৫ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ২৭৫ জন। তার মধ্যে সদরে ১৩২ জন, গাংনীতে ১০৭ জন এবং মুজিবনগরে ৩৬ জন।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুর হোটেলবাজারের মনোয়ারা বেগম (৫০), বাসস্ট্যান্ডপাড়ার সান্তনা (২৬), রুদ্রনগরের সলেমান (৭০), পল্লী বিদ্যুতের আনিসুর রহমান (২৮), গোভিপুরের ফারহানা আক্তার (৪৮), শ্যামপুরের হায়েজান (৫০), স্টেডিয়াম পাড়ার সুমাইয়া আফরোজ তন্নি (২১), হারুন অর রশিদ (৬৩), ফারিয়া খাতুন (২৩), গাংনী চেঙ্গারার ইমরান (৩৬), গাড়াডোবের আব্দুর রাজ্জাক (৬০), বড় বামন্দীর কুলসুম (৬০), সাহারবাটির জাহানারা (৬৫), সাহেবনগর শাহাবুব (৩৮), গাড়াডোবের সাকিব (১৭), কাজীপুরের তামান্না খাতুন (৪২), আমতৈলের হানিফা (৭০), আফরোজা (৫১), হাবিবা সুলতানা (২৪), মুজিবনগর আনন্দবাসের সফিকুল ইসলাম (৩২), কোমরপুরের শেফালী খাতুন (৪০), মোনাখালির সামিয়া ইসলাম (২৫), মুজিবনগর হসপিটালের আক্তারুজ্জামান সুমন (৩২)।

গাংনী বাজারে পুলিশ সদস্যের সাথে ধস্তাধস্তির ঘটনায় মামলা

দায়ের

গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকার ট্রাফিক আইল্যান্ডের কাছে পথচারী যুবকের সাথে পুলিশ সদস্যের ধস্তাধস্তি ও পরে পুলিশ সদস্যকে মারপিটের ঘটনায় গাংনী থানা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ সদস্য সেলিমের হোসেনের পিতা ভারত থান্ডার বাদী হয়ে ১৪৩/৩২৩/৩২৫/৩০৭ ধারায় মামলাটি দায়ের করেন। মামলা নং ৭ তারিখ ০৮/০২/২০২২ ইং। মামলায় ৪ জনকে এজাহার নামীয় ও অজ্ঞাত আরও ৩/৪ জনকে আসামী করা হয়েছে।

মামলার তদন্তকারী অফিসার গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আতিক জানান, সোমবার (৭ ফেব্রুয়ারী) সন্ধ্যার দিকে গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকায় পুলিশ সদস্যের পিতা ভারত থান্ডার দাড়িয়ে ছিলেন।এসময় গাংনী উত্তরপাড়া এলাকার সাইফুল ইসলাম নামের এক যুবকের ছিটকে পড়া ছাতা তুলে দেওয়ার জন্য বলেন। ছাতাটি তুলে দিতে না চাইলে ওই যুবক তাকে অশ্রাব ভাষায় গালাগাল করে। পরে পুলিশ সদস্য সেলিম হোসেন তাকে প্রতিবাদ করলে তাকেও মারধর করে। এঘটনায় বাজারের অন্যান্য সদস্যরাও তাকে মারধর করে।

সেলিম হোসেন ঢাকা জেলা পুলিশে কর্মরত। তার গ্রামের বাড়ি মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুরে।

দর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন

দর্শনা সীমান্তের আন্তর্জাতিক বন্দরের চেকপাস্ট উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে কাজের উদ্বোধন করেন বিজিবির কুষ্টিয়া সেক্টরের কমান্ডার কর্নেল মহিউদ্দীন মাঃ জাবেদ. এসইউপি, পিএসসি,জি। এসময়

উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের পরিচালক লে. কর্ণেল মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান পিবিজিএম, পিএসসি, দর্শনা কোম্পানী কমান্ডার নায়েব সুবেদার আহসান কবির প্রমুখ।
এ উন্নয়ন কাজের ফিতা কেটে ও নাম ফলকের পর্দা উঠিয়ে উদ্বোধন করেন সেক্টর কমান্ডার। এরপর দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

দর্শনা চেকপোস্ট বিজিবির অর্থায়নে পাসপোর্টধারী যাত্রীদের জন্য শেড, বসার জায়গা, হেল্প ডেক্স, লাগেজ ট্রলি, চেকিং পোস্ট, ওয়াচ টাওয়ার নির্মান করবে বিজিবি। এর ফলে বাংলাদেশের মিরর খ্যাত দর্শনা বন্দর চেকপোস্টের সুন্দর্যে বেড়ে গেছে বহুগুন। সেই সাথে এ বন্দর দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ ভ্রমনকারীদের সুবিধাও বেড়ে গেছে।

চুয়াডাঙ্গা-৬ ব্যাটালিয়নের পরিচালক লে. কর্ণেল মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান বলেন, ‘দর্শনা আইসিপি উন্নয়ন আমার স্বপ্ন ছিল। নানা সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়েও কাজগুলো করতে পারছি। এর ফলে এ বন্দর দিয়ে ভ্রমনকারীদের উপকার হবে। দেশের সম্মান বাড়বে, বিজিবিরও সম্মান বাড়বে।’

গাংনীর মহাম্মদপুরে টাকা চুরির অপবাদ দিয়ে শিশুকে বিবস্ত্র করে নির্যাতন

টাকা চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বাদল হোসেন (১৩) নামের এক শিশুকে বিবস্ত্র করে নির্যাতন করার অভিযোগ তুলেছেন শিশুটির পরিবার।

বর্তমানে আহত বাদল হোসেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্রের পুরুষ ওয়ার্ডের ৫ নং সিটে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

নির্যাতনকারী তারই ফুঁফাত ভাই একইপাড়ার গিয়াস উদ্দীনের ছেলে আদম ব্যপারী পলাশ হোসেন (৩০) ও তার মা হামেদা খাতুন।

বাদল হোসেন গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের মহম্মদপুর গ্রামের গাইনপাড়া এলাকার ভাদু হোসেনের ছেলে ও মহ্ম্মদপুর হাজী ভরষ

উদ্দীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেনীর ছাত্র।

শিশু বাদলের মা আশফিয়ারা খাতুন এ অভিযোগ করেন।

মঙ্গলবার (৮ ফেব্রুয়ারী) বেলা ১১ টার সময় শিশুটিকে তার বাবা মা’র সামনে থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পলাশ হোসেনের নিজ বাড়িতে তাকে শারীরিক নির্যাতন করেন।

আশফিয়ারা খাতুন জানান, আমার ননদের ছেলে আদম ব্যাপারী পলাশ হোসেনের ৭ হাজার টাকা হারিয়ে গেছে।আমার ছেলে বাদল হোসেন সে টাকা চুরি করেছে বলে মিথ্যা অভিযোগ দেই পলাশ। সকালের দিকে আমাকে বলে আপনার ছেলে আমার টাকা চুরি করেছে। তাকে আমি জিজ্ঞাসাবাদ বরে ছেড়ে দেবো। পরপরই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমার সামনে থেকে তুলে নিয়ে যায় সে। তাদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে বাদলের শার্ট ও প্যান্ট খুলে বিবস্ত্র করে গাছের ডাল দিয়ে পেঁটাতে থাকে। সারা শরীরে পেঁটানোর পর ডালটি ভেঙ্গে যায়। আবার পলাশের মা হামেদা খাতুন আরেকটি ডাল এনে দেই তার ছেলের হাতে। সেটি দিয়ে দ্বিতীয় দফা পিটিয়ে আহত করে ফেলে রেখে যায়।

মূমূর্র্ষ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে গাংনী হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডিউটি অফিসার ডাক্তার হামিদুল ইসলাম জানান, শিশুটির শরীরে ফোলা জখমের দাগ রয়েছে। তবে বর্তমানে সে আশংকার বাইরে। উন্নত চিকিৎসার জন্য ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

শিশুটির মা আরও জানান, আদম ব্যাপারী পলাশ এর আগে একটি মামলায় জেল খেটে বাড়িতে এসেছে। এব্যাপারে মামলা করা হবে বলে জানান তিনি।

গাংনীতে ভ্রাম্যমান আদালতে ৭

ব্যবসায়ীকে জরিমানা

সরকারি নির্দেশনা মেনে মাস্ক ব্যবহার না করায় মেহেরপুরের গাংনী বাজারের ৭ দোকান মালিককে ৫শ টাকা করে ৩ হাজার ৫শ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

মঙ্গলবার বিকেলে গাংনী বাজারের বিভিন্ন শপিংমলে অভিযান চালিয়ে ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সকল সরকারি নির্দেশনা লংঘন করে মাস্ক ব্যবহার না করায় এ জরিমানা ও করোনা ভাইরাস ওমিক্রন নিয়ন্ত্রণে এবং মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করণে সচেতন করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম। সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকারী হাকিম নাজমুল আলম।

এসময় গাংনী থানা পুলিশের এস আই রাতুল এর নেতৃত্বে একটি টিম ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহযোগিতা করেন।

মেহেরপুরে নতুন যোগদানকৃত ৩৮ শিক্ষককে সংবর্ধনা

মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এবং মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে যোগদানকৃত নতুন ৩৮ জন শিক্ষককে সংবর্ধনা দিয়েছে জেলা প্রশাসন।

আজ মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে সিভিল সার্জন ডা, জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আব্দুল মজিদ, মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক উপাধাক্ষ প্রফেসর আব্দুল মালেক।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও

মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় শিক্ষক সংকটে ভুগছিলো। চাহিদা অর্ধেক শিক্ষক দিয়ে চলছিলো পাঠদান। ফলে শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যহত হচ্ছিল। নতুন শিক্ষকদের যোগদানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটিতে পাঠদান কার্যক্রমে গতিশীলতা আসবে।

মেহেরপুরে মাঠের পর মাঠ বিষ চাষ

তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করতে নানা লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে কৃষকদের প্রলুব্ধদ্ধ করছে তামাক কোম্পানীগুলো। সার, কিটনাশক, নগদ টাকা ও তামাক পরিচর্যা ও পোড়ানো পর্যন্ত জুতা, হ্যান্ডস গ্লাবস ও পিপি দিচ্ছেন কোম্পানীগুলো শুধু তামাক ফসলের উপরই নির্ভর করে এসব কোম্পানীগুলো দু ধরনের ব্যবসা করছেন কৃষকদের সাথে। তারা তামাক কিনেও ব্যবসা এবং সার কীটনাশকসহ অন্যান্য উপকরণ বিক্রি করেও করছেন মোটা অংকের মুনাফা। এতে কৃষকরা যেমন কোম্পানীগুলোর কাছে উচ্চ মূল্যে সার কীটনাশক কিনতে হচ্ছে, আবার তামাক বিক্রি করতে গিয়েও নানাভাবে হয়রানীর শিকার হচ্ছে।

স্বরে জমিনে ঘুরে দেখা গেছে, মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন মাঠে দিগন্ত জুড়ে চলছে তামাকের চাষ। বিস্তির্ণ মাঠ জুড়ে তামাক চাষের ফলে খাদ্য শস্য চাষ কমছে আশংকাজনক হারে। তামাক চাষের ফলে প্রতি বছর এ জেলা থেকে কয়েক লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন কমছে। এছাড়া তামাক আবাদের কারণে বাড়ছে ক্যানসার, হাফানিসহ নানা ধরনের জটিল রোগ। এছাড়া আাশংকাজনকহারে বেড়েছে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা।

জেলার বিস্তির্ণ মাঠ জুড়ে তামাকের চাষ হলেও সরকারের সংশ্লিষ্ট কৃষি অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তামাক চাষ বন্ধে কোন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়না কখনো। তামাক চাষ নিয়ে প্রশাসনের উদাসীনতা এতটাই যে, জেলায় কি পরিমাণ তামাক চাষ হয়েছে সে হিসেবটাও দিতে পারেনা সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়ীপ্রাপ্তরা।

তামাক চাষের আগ্রাসনে জেলাবাসির স্বাস্থ্য সমস্যা যেমন বাড়ছে। তেমনি, হুমকীর মুখে পড়েছে শাক সব্জী ও খাদ্য শস্য’র চাষ। সেই

সাথে ধীরে ধীরে কমছে মাটির উর্বরা শক্তি।

এলাকায় তামাক চাষের ফলে ঝুকির মধ্যে বেশী পড়ছে জেলার নিম্ন আয়ের মানুষের স্বাস্থ্য। কারন, দিন মজুর শ্রেনীর মানুষ সরাসরি তামাক চাষ থেকে শুরু করে গাছ থেকে পাতা ছোঁড়ানো, পোড়ানো ও বেল বাঁধা পর্যন্ত সকল কাজই করে থাকেন তারা ।

জেলায় তামাক চাষ বেড়ে যাওয়ায় আগের তুলনায় খাদ্য শস্য উৎপাদন কমেছে আশংকাজনক হারে। জেলায় আগে যেসব জমিতে ধান, গম, পাট, ভূট্টা, আলুসহ নানা ধরনের সবজীর চাষ হতো সেখানে আজ তামাকের চাষ হচ্ছে। তামাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কৃষকদের লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে তাদের তামাক চাষে আগ্রহী করে তুলছে। চাষের আগেই বীজ ও নানা ধরনের সার কীটনাশক দিয়ে কৃষকদের নীল করদের মত কিনে নিচ্ছে এসব তামাক কোম্পানীগুলো।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাওট, নওদা হোগলবাড়িয়া, বামুন্দী, দেবীপুর, করমদী, নওপাড়া, কাজীপুর, মটমুড়া, আকুবপুর, ছাতিয়ান, মুন্দা, মাঝেরগ্রাম, চরগোয়ালগ্রাম, কুঞ্জনগর, সহবাড়িয়া, মোমিনপুুর, নওদা মটমুড়া, বেতবাড়িয়া, কল্যাণপুর, সাহারবাটি, চেংগাড়া, আমতৈল, মানিকদিয়া, সিন্দুর কৌটা, বাদিয়াপাাড়া,ধানখোলা, মহিষাখোলা, গাঁড়াডোব, গাঁড়াবাড়িয়া, সানঘাট, সদর উপজেলার মদনাডাঙ্গা, আমঝুপি, বারাদী, চাঁদবিল, শ্যামপুর, শালিকা, চকশ্যামপুর, নুরপুর, মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালিসহ বিভিন্ন গ্রামের দিগন্ত জুড়ে বিস্তৃর্ণ মাঠে তামাকের চাষ হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপপরিচালক (ডিডি) কৃষিবিদ স্বপন কুমার খা জানানআমাদের কাছে তামাক চাষের কোনো তথ্য থাকেনা।

তবে মেহেরপুর জেলায় বিগত ৫/৬ বছরের আগের গড় হিসেব অনুযায়ী তামাকের চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর আগে এ অঞ্চলে খাদ্য শস্য ও সবজী উৎপাদন করতো কৃষকরা।

কৃষিবিদ স্বপন কুমার খা আরো জানান, তামাক চাষের ফলে জমির উর্বরা শক্তি মারাত্বক ভাবে কমে যাচ্ছে। একই জমিতে কয়েক বছর তামাকের চাষ করার ফলে জমিতে অর্বান্কী নামের এক ধরনের আগাছা জন্মে। আর এ আগাছা জমিতে একবার জন্মালে সে জমিতে আর কখনো অন্য ফসলের চাষ করা সম্ভব হয়না। এ চাষটি মোটেও পরিবেশ বান্ধব নয়। তামাক চাষের ফলে

ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানিয়েছেন অভিজ্ঞমহল।

গাংনীতে ২১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ২১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঝে বেঞ্চ বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর-২ আসনের সাংসদ সাহিদুজ্জামান খোকন প্রধান অতিথী হিসেবে উপস্থিত থেকে মোট ২৮১ জোড়া বেঞ্চ বিতরণ করেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথী ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উপজেলা পরিষদদের বাস্তবায়নে এসব বেঞ্চ প্রদান করা হয়। কারিগরী ত্ত্বাবধানে রয়েছেন উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ।

মেহেরপুরে ডিসির সরকারি ফোন নম্বর হ্যাক চাঁদা দাবি

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সরকারি মোবাইল ফোনের সিম হ্যাক করে বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে বিকাশ নং চাঁদা দাবি করেছে একটি হ্যাকার গ্রুপ।

এ ঘটনায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নাজির জহির উদ্দীন বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় সোমবার (৭ ফেব্রুয়ারী) দিবাগত রাত ১০ টার সময় একটি সাধারণ ডাইরি (জিডি) এন্ট্রি করেছেন। সাধারণ ডাইরি নং ৩২৬, তারিখ ০৭/০২/২০২২ ইং।
মেহেরপুর সদর থানার তদন্ত অফিসার মো: সাজেদুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
সাধারণ ডাইরিতে জহির উদ্দীন উল্লেখ করেছেন, ৭ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬.৪৫ মিনিটের সময় জেলা প্রশাসকের ব্যবহৃত সরকারী মোবাইল ফোনে ০১৭০৮-৪১০০০০ নং থেকে জেলা প্রশাসকের গাড়ি চালক মোমিন হোসেনের ব্যবহৃত (মোবাইল নং ০১৭১৬-৫৫৫১৩২)কাছে দুই হাজার টাকা ০১৯৪৪ ০৬৩৯৭৫ মোবাইল নং এ বিকাশ করতে বলেন।গাড়ি চালক কোনো কিছু না বুঝেই জেলা প্রশাসক ভেবে দুই হাজার টাকা দিয়ে দেন। এরপর থেকে থাকেনি ওই হ্যাকার গ্রুপের কার্জক্রম। তারা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত আরো কয়েকটি মোবাইল ফোনে কল দিয়ে দুই হাজার টাকা দেওয়ার জন্য বলে। রাতে জেলা প্রশাসককে টাকা পেয়েছেন কিনা জানতে চান গাড়ি চালক মোমিন হোসেন। পরে জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান তাকে বলেন আমি তো তোমাকে টাকা পাঠাতে বলিনি।পরে জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে নাজির জহির হোসেন জিডি এন্ট্রি করেন।
সদর থানার তদন্ত অফিসার মো: সাজেদুর রহমান জানান, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে হ্যাকারকে খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে।

মুজিবনগরে অবৈধ অনুপ্রবেশের অপরাধে এক ভারতীয় নাগরিক আটক

মুজিবনগর সীমান্তে অবৈধভাবে ভারত থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের অপরাধে নাসির শেখ (৪৫) ◌েনামের এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে ৬ বর্ডারগার্ড (বিজিবি) আনন্দবাস ক্যাম্পের সদস্যরা।

আটক ভারতীয় নাগরিক নাসির শেখ ভারতের নদীয়া জেলার চাপড়া থানার ব্রম্মনগর গ্রামের মুত সাত্তার শেখের ছেলে।

সোমবার (৭ ফেব্রুয়ারী) সন্ধ্যা ৬ টার দিকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত

পিলার এনপি ১০৩ এর ৩এস এর নিকটম বাংলাদেশ অভ্যন্তরের কাগমারী মাঠ থেকে তাকে আটক করেন আনন্দবাস বিজিবি সদ্যরা।

৬ বিজিবি আনন্দবাস ক্যাম্পের কমান্ডার হাবিলদার নজরুল ইসলাম জানান,বিজিবির সদস্যরা সীশান্তে নিয়মিত টহল দিতে গেলে বাংলাদেশ অভ্যান্তরের কাগমারী মাঠে তাকে পাওয়া যায়। তাকে আটক করা হয়। পরে নিয়মিত মামলা দিয়ে মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসেল মেহেদী জানান, আনন্দবাস বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরা নাসির শেখকে আটক করে ১৯৫২ সালের ডি কন্ট্রোল অফ এন্ট্রি এ্যাক্ট আইনের ৪ ধারায় একটি নিয়মিত মামলা হয়েছে। মামলা নং ৫, তারিখ ০৭/০২/২০২২ ইং। আগামীকাল (৮ ফেব্রুয়ারী) সকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।